১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। হোমস্, জন.কে.ম্যালিসন, রবার্টস প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ছিল নিছক সিপাহিদের বিদ্রোহ বা Mutiny। পক্ষান্তরে নর্টন, গ্রান্ট ডাফ, ফরেস্ট, স্মিথ প্রমুখের বিচারে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সিপাহিদের দ্বারা সূচিত হলেও কালক্রমে এটি জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র লাভ করেছিল। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডিজলেরি এক 'জাতীয় বিদ্রোহ' (National Revolt) বলে অভিহিত করেছেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি এলেনবরা অয্যোধাবাসীর আন্দোলনকে সাধারণ বিক্ষোভ না বলে 'আইনানুগ' যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

ড. মজুমদারের মতে, "জাতীয় বিদ্রোহের অঙ্গ হিসেবে বা তার মধ্য থেকে সিপাহিদের বিদ্রোহ দেখা দেয়নি, বরং সিপাহিদের সৃষ্ট এই বিদ্রোহ কোনো কোনো এলাকায় সাধারণ বিদ্রোহের আকার পরিগ্রহ করেছিল। তিনি এও বলেছেন যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সিপাহিগণ শুরু করার পর কোথাও বা অভিজাতশ্রেণির লোক, কোথাও বা তালুকদাররা, কোথাও বা সাধারণ মানুষ সক্রিয় বা নিস্ক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়েছিল।

এঁদের যুক্তি হল, বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা আসলে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থে ইংরেজের প্রতি অসন্তুষ্ঠ ছিল। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সিপাহিদের বিক্ষোভে এরা উৎসাহিত হয়েছিল। এদের লক্ষ্য ছিল এই সুযোগে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে নেওয়া। কোনোরকম ঐক্যবদ্ধ চেতনা থেকে এরা বিদ্রোহ অংশগ্রহণ করেনি।

তথকালীন ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক নেতা বা স্থানীয় রাজারাও হাতে হাত মিলিয়ে এই আন্দোলনে অংশ নেননি। সিন্ধিয়া, গাইকোয়াড, হোলকার প্রমুখ মারাঠা সর্দার,

হায়দ্রাবাদের নিজাম, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুরের রাজগণ এই বিদ্রোহ সম্পর্কে উদাসীন ও নিস্ক্রিয় ছিলেন। পক্ষান্তরে, ঝিন্দ্ ও পাতিয়ালার শিখ সর্দারগণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজের পক্ষেই প্রচার করেছিলেন। এই সকল কারণে ১৮৫৭-র আন্দোলনকে ভারতবাসীর গণ-আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না ।

কিন্তু এই বিদ্রোহকে নিছক 'সিপাহি-বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করাও যর্থাথ হবে না। কারণ সমসাময়িক নানা ঘটনা থেকে এ সত্য প্রমানিত হয় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেনির মানুষ নানা কারণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল এবং এদের অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিল এবং এদের অনেকেই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

বিদ্রোহীরা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্কে 'ভারত সম্রাট' বলে ঘোষনা করেছিল । এই ঘটনার মধ্যে নতুনত্ব ছিল না ঠিকই, কিন্তু এটি বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ন ছিল। মুঘল শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের একটা অবদমিত ইচ্ছা এতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার অর্থই হল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো।

শুধু সিপাহিদের ক্ষোভ থেকে সূচিত হলেও এই বিদ্রোহ সাধারণ ভারতবাসীর বহু আশ-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই জনৈক ফরাসি লেখক বলেছেন, "অসন্তোষ ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে আক্রমন করেছিল এবং তারা সিপাহিদের সাথে হাত মিলিয়েছিল" বস্তুত ইংরেজের আর্থিক ও রাজনৈতিক নীতি বহু সাধারন মানুষকে অসীম কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তাই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা স্ব স্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভিলিয়ানও এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। জাতীয় আন্দোলনের শর্ত বাংলা ও মাদ্রাজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠেনি।